জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 14th Nov. 1956 | ২৭শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৫১ থাং ডিঃ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী দেং নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৭৭৬ থানা সুতী মৌজে সাদিকপুর ১১-৪১ শতকের কাত ১৫৷৵০ আঃ ১১৪০৲ থং ৬৪৩ অধীনস্থ থং ৬৪৪ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী

৩৩৪ থাং ডিঃ হাজি কোবাদ আলি মোল্লা দেং সবদর মোল্লা দাবি ২৪৮/৬ থ না রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দয়ারামপুর ১ কাঠার কাত ৩৲ আঃ ১৫৲ থং ৩৯৫ কোর্ট স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১১৫ থাং ডিঃ রাধারাণী ঘোষ মজুমদার দেং জাহান মণ্ডল দিং দাবি ৮৪৵৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে নিম্পিবিড়ল ৪-৩১ শতকের কাত ১৪।০ আঃ ৪০০৲ থং ২৭১, ১৫১

১২২ থাং ডিঃ ঐ দেং জাহান মণ্ডল দাবি ১৬৷৵৩ পাই মৌজাদি ঐ ১-২১ শতকের কাত ৪৸০ আঃ ৬০৲ থং ১২৪, ২১৪

১১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং বৃন্দাবনবিহারী ভট্টাচার্য্য দাবি ১৮৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৮৫ শতকের কাত ৯।৵৬ আঃ ১৭৫৲ থং ২৭৮, ১৫৬

১১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং হরেন্দ্র কর্ম্মকার দাবি ৮২৸৬ পাই মৌজাদি ঐ ১-৫১ শতকের কাত ৮৷৵৯ আঃ ১৫০৲ থং ১৪৮

১১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং লালজান মণ্ডল দিং দাবি ১৭৷৩ মৌজাদি ঐ ৪১ শতকের কাত ২৸০ আঃ ৪০৲ থং ১৩৪

১২০ থাং ডিঃ ঐ দেং নীরেন্দ্রনাথ দাস দিং দাবি ৪৮৸৩ মৌজাদি ঐ ৪ ৬৪ শতকের কাত ২৪৷৵৪ আঃ ১০০৲ থং ১৬১।২৮৭

১২৩ থাং ডিঃ ঐ দেং আলেকজান বিবি দাবি ৫০।৵৩ পাই থানা ঐ মৌজে কিশমত নিম্পিবিড়ল ১-৮৫ শতকের কাত ৬৷৯ আঃ ১০০৲ থং ১১৮।২০৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

কংগ্রেস

—০—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত নির্ব্বাচনে মাত্র তিন ভাগের একভাগ দেশবাসীর সমর্থন পাইলেও কংগ্রেস ভারতের শাসক-দল। আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করুক বা না করুক, উহা ভারতের স্কন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহ কোনক্রমেই উপেক্ষার নহে। শাসন-পরিচালকেরাই কংগ্রেস-নেতা। তাঁহারা যাহা বলেন, কংগ্রেসের পক্ষে তাহাই বেদবাক্য। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই।

কংগ্রেস আবাদীতে সমাজবাদী ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিল। জয়পুর হইতে আবাদীর মধ্যে উহার আদর্শ ছিল মিশ্র অর্থনীতি এবং মঙ্গলবিধায়ক রাষ্ট্র। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় আবাদী-ঘোষিত নীতির উন্নতি হইয়াছে। কংগ্রেস এখন সমাজবাদী লক্ষ্যের কথা বলিতেছে।

কিন্তু মুখে বলা ও কাজে করা এক জিনিষ নয়। তাহা ছাড়া কংগ্রেস যাহা বলে তাহা করে না এবং যাহা করে তাহা বলে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের বেকার সমস্যা কমে নাই, উল্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যাভাব ষোল আনা বজায় আছে। শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা প্রভৃতির ব্যাপকতা ও জটিলতা অপরিবর্ত্তিত আছে। ধনীর দল অধিকতর ধনী হইয়াছেন, দরিদ্রের দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে।

কংগ্রেস-নায়কেরা মুখে যে যাহাই বলুন না কেন, দেশের শাসন-ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। করভার বাড়িয়াই চলিবে; কিন্তু দরিদ্র দোহনের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হইবে না। সুতরাং নোট ছাপান শুরু করিতে হইবে। মুদ্রা-স্ফীতির অপরিহার্য্য পরিণামও রোধ করা সম্ভব নয়। অতএব মহার্ঘতা অবধারিতভাবে বৃদ্ধি পাইবেই।

বৃহদায়তন মূল শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা বেকার-সমস্যা সমাধান হইতে পারে না। উহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও সমর্থ নয়। সুতরাং কংগ্রেস-নেতৃবর্গ নির্ব্বাচনী-প্রচারে যাহাই বলুন না কেন, বেকার ও দরিদ্র ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্য অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে।

দেশের মাটির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া এবং দেশের সমস্যাবলীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরিকল্পনা রচনা ও কার্য্যকরী করিলে সর্ব্বব্যাপক দুর্গতি অপনোদিত হইত। ভারত সরকার তথা কংগ্রেস-নেতৃবর্গ উল্টা পথের পথিক। শুধু কংগ্রেস কেন? যখন যে দল শাসন তন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাহারাই অতিমানব মহামানব। ইংরাজ যখন শাসক ছিলেন, তখন তাঁহারাই দুঃখীর দরদ বুঝিতেন কি? যে ইংরাজ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিচারক তিনিও যেমন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কোট প্যান্ট-পরা মূর্খ গোঁয়ার সাদা চামড়া হইলেই এদেশী কালা কাঙ্গালদের উপর হুকুম জারী করিতে ছাড়িত না। তখন ছিল সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার এক সাধারণ উপায় বা পন্থা—**টোপী দেখো হাজার সেলাম করো।** এখন সে নিস্তারের আর্য্যা—**খদ্দর দেখো হাজার সেলাম করো।** কি জানি বাবা যখন গেরুয়া দেখলেই সাধু মনে করতে হয়, তেমনি খদ্দর দেখলেই মনে করতে হবে কোন্ প্রবল পরাক্রমে পরাক্রান্ত মানব। বিষহীন হেলে কি বিষধর কেউটে যখন কষে নেবার কষ্টি নাই তখন সবকেই কেউটে মনে ক'রে সাবধান হওয়ার দোষ কি? ইংরাজ আমলের "টোপী দেখো হাজার সেলাম করো" উপাখ্যানটি বলি শুনুন—

কলিকাতায় খিদিরপুরের ডকের ধারে একদিন আলিপুরের জজ সাহেব তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেম সাহেবকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাস্তার মোড়ে পাহারায় নিযুক্ত জনৈক হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দোক্তা ও চূণ লইয়া খৈনী প্রস্তুত করিতেছিল। জজ সাহেব ও মেম সাহেব নিকটস্থ হইলেও তার ভ্রূক্ষেপ নাই। খৈনী টিপিয়া মুখে দিয়া পচ্ পচ্ করিয় থুতু ফেলিতে লাগিল। স্বামী ২৪ পরগণার জজ সাহেব ফাঁসি দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু একজন পাহারাওয়ালা তাঁহাকে দেখিয়া একটা স্যালুয়েট (সেলাম) পর্য্যন্ত করিল না দেখিয়া মেম সাহেবের সম্মানে খুব আঘাত লাগায়, তিনি সাহেবকে বলিলেন—একটা সামান্য কনষ্টেবলও তোমাকে গ্রাহ্য করে না! মেম সাহেবের কথায় সাহেব পাহারা-ওয়ালার নম্বর লিখিয়া লইয়া তাহার ধৃষ্টতার কথা কলিকাতার পুলিশ কমিশনর সাহেবকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। পুলিশ কমিশনর সাহেব পরদিন তাঁহার অফিসে ঐ নম্বরের পাহারাওয়ালাকে তলব করিয়া জজ সাহেবকে সেলাম না করার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পাহারাওয়ালা নম্রভাবে বলিল—হোজুর পুলিস ডিপার্ট কা সাহেব কা পোষাক ঔর টোপীসে মালুম হোতা হ্যায় সাহেব কৌন হ্যায়। জব নজর পড়তা তব য়্যাটেনসন হোকে সেলাম দিয়া জাতা হ্যায়। সাহেব কা মার্কা উর্খা কুছ্ নেহী থা। ড্রাইবর হোনে শাকে, ট্রামবালা সাহেব হোনে শাকে, ইসি লিয়ে সেলাম দিয়া নেহী। এই জবাব শুনিয়া পুলিশ কমিশনর খুব রাগিয়া বলিলেন—ক্যা ড্রাইভার হোয় ট্রাম কা সাহেব হোয় সব সাহেব তুমারা মুনিব হ্যায়। টোপী দেখো হাজার সেলাম করো।

পাহারাওয়ালা "যো হুকুম" বলিয়া কমিশনর সাহেবকে স্যালুয়েট করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া ডিউটি করিতে লাগিল।

পরদিন পুলিস কমিশনর খিদিরপুর অঞ্চলে পরিদর্শনে বা'হর হইলেন। পাহারাওয়ালা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া কমিশনর সাহেব আসিতেছেন জানিয়া কেবল অনবরত স্যালুয়েট দিতে আরম্ভ করিল। কামশনর তাহাকে এই প্রকার পাগলামি করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় পাহারাওয়ালা উত্তর দিল "হোজুর কা আগারী দো সাহেব চলা গিয়া, পহেলা সাহেব কা হাজার দুসরাকা হাজার

সেলাম দেনা পড়েগা সরকারকা হুকুম। আব পহেলাকা হাজার শেষ নাহি হুয়া সাত শো চালিস হুয়া উন্‌কা হাজার হোগা, দুসরেকা হাজার হোগা তব হোজুরকা সেলাম সুরু করেগা। আব পহেলাকাই চলতা হ্যায়।" কমিশনর সাহেব তখন তাঁহার পূর্ব্ব দিনের অর্ডার রদ করিয়া এক সেলাম দিবার হুকুম দিতে বাধ্য হইলেন।

গেঁয়ো কংগ্রেসী বাবুরা কে কি ক্ষমতা ধরেন তা যখন জানা নাই তখন যিনি নিরাপদে থাকার ইচ্ছা রাখেন তিনি খদ্দর দেখিবেন আর হাজার না হউক সেলাম করিতে বা সম্মান করিতে যেন না ভোলেন।

পান্তা ভাতে ফুঁ

যাঁরা খুব সাবধানী তাঁরা পূর্ব্ব দিনের পান্তা ভাতেও ফুঁ দিয়ে খান, কারণ বিশ্বাস কি যদি মুখ পোড়ে। ছা-পোষা মানুষের তেমনি সাবধান হওয়ার দরকার। অন্য সময় খদ্দর না পড়িলেও নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে সকলেই "খদ্দরিষ্ট" সাজিয়া আসিবেনই। আমরা কে খাঁটি কে মেকী না বাছিয়াই সবকে পাইকারী হারে অভিবাদন জানাইয়া নিরাপত্তার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখি। সকল শাসকই একত্র মিশিয়া আছেন। আমাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ রাষ্ট্র-ভাষায় এক নীতি উপদেশ আছে— যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের প্রতি যেন কেহ রুষ্ট না হন সেই জন্য দুর্ব্বলের পক্ষে—

"সবসে মিলিয়ে সবসে হিলিয়ে
সবকা লিজিয়ে নাম।
"হাঁ জি! হাঁ জি!" করতে রহিয়ে
বৈঠ্‌কে আপনা ঠাম।"

এই মহাবাক্য মানিয়া চলা উচিত।

পশ্চিম বাংলার নমুনা সংগ্রহ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালজী কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে রাজভবনে যাইবার সময় গত শুক্রবার মধ্যাহ্নে জনতার মধ্য হইতে একটি ১১ বৎসরের বালককে দৃঢ় পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার (প্রধান মন্ত্রীর) গাড়ীর পাদানীতে লাফাইয়া উঠিতে দেখেন। গাড়ীর চালক বালকটির জীবন রক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামাইয়া দেন। প্রহরারত পুলিশের কেহ কেহ বালকটিকে সরাইবার জন্য ছুটিয়া আসেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী তাহাদের বাধা দিয়া বালকটিকে রাজভবনে লইয়া যাইবার জন্য জনৈক পুলিশ অফিসারকে নির্দ্দেশ দেন। সম্ভবতঃ বালকটির বক্তব্য শুনিবার জন্য নেহেরুজী এই ব্যবস্থা করেন। প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ মত বালকটিকে এক মোটর গাড়ীতে করিয়া লইয়া গিয়া রাজভবনে প্রধান মন্ত্রীর সম্মুখে হাজির করা হয়। তখন প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এত ব্যস্ত ছিলেন যে বালকের কোন কথা শুনিবার সময় করিতে পারেন নাই। সুতরাং রাত্রে কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বালকটিকে রাজভবনে অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু রাত্রে ফিরিয়াও বালকটির সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার সময় তাঁহার হইয়া উঠে নাই। তিনি শুধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে কেন গাড়ীর পাদানীতে উঠিয়াছিল। উত্তরে বালকটি নাকি বলে তাহারা খাইতে পায় না। অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে তাহাদের দিন যাইতেছে। শ্রীনেহেরু বালকটিকে খাওয়াইয়া রাত্রির মত তাহাকে রাজভবনেই রাখিবার নির্দ্দেশ দেন। বালকটি তিন রাত্রির মত রাজ-ভবনেই বাস করে। তাহার নাম অনিলচন্দ্র দাস। ত্রিপুরা জেলার একটি গ্রাম হইতে দুই বৎসর পূর্ব্বে পরিবারের অন্যান্য লোকের সহিত কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার বৃদ্ধ পিতা পঙ্গু। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাজারে তরকারী বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করে। প্রধান মন্ত্রী নাকি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—সে কি চায়। বালক কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিয়াছিল। এ হাসি তাহার বোকামি না সে যে কি চায় তা কি প্রধান মন্ত্রী বুঝিতে পারেন না? এই ভেবে সে হেসেছিল কি না কে বলিবে? আমাদের মনে হয় বালকের ভাগ্য-বিধাতা শুক্রবারের মধ্যাহ্ন হইতে রবিবার রাত্রিটা ঘুমাইতেছিলেন এই অবসরে উদ্বাস্তু হতভাগ্য অনিল তেরাত্রির জন্য রাজভবনে আহার ও নিদ্রার সুযোগ করিয়া লইয়াছে। সোমবার বিধাতার ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাহাকে তাহার ভাগ্যের ফল ফলিতে সুরু করিল। তবে শোনা যাইতেছে পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বালকটিকে কোনও বয়েজ হোমে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এটুকু বুঝিয়াছেন যে তিনি অনিলচন্দ্রকে নমুনা স্বরূপ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন পশ্চিম বঙ্গময় এইরূপ কত অনিল যে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মহিলা সভায় সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ

বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের শত্রু কোন মানুষ নহে, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যই আমাদের শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের দেশের মহিলাদেরও সৈনিক হইতে হইবে। সমৃদ্ধির পথে ভারতকে অগ্রসর করিতে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে উদ্যোগী হইতে হইবে।

পাশাপাশি

হেথা অশ্রুর পাশে জেগে রয় হাসি
আলোকের পাশে ছায়া,
হেথা জ্বরার পাশেতে যৌবন জাগে
বিছায়ে নবীন মায়া!
হেথা সৌধের পাশে জেগে রয় ক্ষীণ
দীনের কুটীর খানি,
হেথা দীরঘ শ্বাসের পাশে রয় জেগে
গভীর হরষ বাণী।
হেথা তপ্ত কঠিন পাষাণ ভেদিয়া
ঝ'রে পড়ে বারি ধারা,
হেথা নীরস মরুর চরণের পরে
তটিনী আপন হারা।
হেথা হতাশার সাথে জেগে রয় আশা
লুপ্ত কামনা-সাথে,
হেথা মিলনের রাগ সঞ্চিত রহে
বঞ্চিত আঁখি-পাতে।

বাঙ্গলা ভাষার নমুনা

—০—

ইচ্ছা করিলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু মহাশয় "বন্দেমাতরম্" ও "জন-গণ-মন..." এই দুইটি জাতীয় সঙ্গীতের জন্মভূমি পশ্চিম বাঙ্গলায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে মহানগরীর প্রাচ'রে প্রাচীরে প্রদত্ত মোটা মোটা বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রদর্শনীর প্রাচীর-পত্র; অর্থাৎ প্ল্যাকার্ডগুলি হইতে পশ্চিম বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের (যত্ব) ণত্ব—জ্ঞানের নমুনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। নমুনা দেখুন—

কংগ্রেস প্রদর্শনী পরিদর্শণ করুণ।

কয়েকটি নির্ভুল পংক্তির পর

প্রদর্শনীতে যাওয়া যায়

প্রদর্শনীর প্রচার-পত্রে প্রদর্শনী যদি বানান ভুল হয় তবে বলার কিছু থাকে কি? পশ্চিম বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি আবার কংগ্রেসের মুখপত্র **জন-সেবকের** সম্পাদক। কত সাহিত্যিক মহাশয়গণ কংগ্রেসের সদস্য। সব কয়টি দন্ত্য "ন" মূর্দ্ধন্য "ণ" হওয়া মুদ্রাকরের ভুল বলিলে চলিবে না। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে কত প্রতিনিধি আসিয়াছেন। এই ভুল ধরা পড়িয়া যদি কাগজ নষ্ট না করার জন্য মিতব্যয়িতা বলিয়া ধরা হয়, তবে তাহাও বিচার-মূঢ়তা হইবে।

———

মানচিত্র না অপমান-চিত্র?

ভারতের নূতন মানচিত্র কাগজে কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। একদিন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভাষাভিত্তিক সীমা নির্দ্ধারণের নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন। এক এক ভাষাভাষী জনগণ আশা করিয়াছিল যাহা তাহা হইল না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মত পণ করিয়াছিলেন বাংলাকে সূচ্যগ্র মৃত্তিকাও প্রদান করিবেন না। তাঁহার স্বপণ স্বপনে পরিণত হইল। পশ্চিম বাঙ্গালা যাহা চাহিয়াছিল তাহার সামান্য অংশ পাইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক বাংলার চোরাই মাল বাংলার হস্তগত হইল না। উহা ভোগ করিবে অন্যে। সুতরাং এই নূতন মানচিত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিধান-কর্ত্তাদের উদ্দেশে বলিতে ইচ্ছা করে—কারে সুখে রেখেছ হে দয়াময়।

———

রিলিফের চাউল পাচার

কান্দীর বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ—গত ৩১শে অক্টোবর বন্যার্ত্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভরতপুর সরকারী গুদামের ২৫ বস্তা চাউল গোগাড়ী যোগে কান্দীতে পাচার হয়। পুলিশ উক্ত চাউল আটক এবং গাড়োয়ানদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার সহিত কান্দীর ২।১ জন ব্যবসাদার লিপ্ত আছে বলিয়া প্রকাশ।

———

রাস্তার আলো

রঘুনাথগঞ্জের সদর ও গলি রাস্তার আলোগুলির অবস্থা একবার চেয়ারম্যান মহোদয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সন্নিকটে উকিল শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখের আলোটি দেখিলেই "প্রদীপের নীচে অন্ধকার" এই প্রবাদ বাক্যটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

———

১৯৫৬ সালের

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে নিম্নবর্ণিত খসড়া-ভোটার-লিষ্টের সংশোধিত এবং **চূড়ান্ত ভোটার তালিকা,** আইন মোতাবেক তৈরী হওয়ার পর, সংশোধিত তালিকা সহ উক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সাধারণের দেখা ও অনুসন্ধানের জন্য গত ৭ই নভেম্বর (১৯৫৬) হইতে ১৫ দিনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৬নং ফরাক্কা কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সি — ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল অফিসে

২৭নং সুতী „ সুতী থানা অফিসে

২৮নং জঙ্গিপুর „ এস, ডি, ও, অফিস, জঙ্গিপুরে।

(জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার অফিস হইতে প্রাপ্ত)

———

জঙ্গিপুর

মহকুমাবাসী

সহৃদয় জনগণ

রেডক্রশ তহবিলে

মুক্ত হস্তে

দান ক'রে

আর্ত্তের সেবায়

সাহায্য করুন।

বিহারী বাঙালী ভাই ভাই

কিষেণগঞ্জ এবং পুরুলিয়ার
পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তিতে

মিলন গীতি

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

অধিকারহারা বাঙালী সমাজ
মিলেছি আবার ভায়ের সাথে,
মিলিত বাঙালী মুছাব অশ্রু
বঙ্গমাতার নয়ন পাতে।
দেশজননীর করি আরাধনা
ভুলিব দুঃখ যত লাঞ্ছনা,
গড়িব বৃহৎ সোনার বাংলা
এ হোক চিন্তা দিবস রাতে,
দিব না বহিতে অশ্রুধারা
বঙ্গমাতার নয়ন পাতে।
মতভেদ ক্ষোভ ভুলিব সবাই
বিহারী বাঙালী মোরা ভাই ভাই,
দেশোন্নয়নে প্রার্থনা করি
মায়ের আশিস্ মোদের মাথে,
অর্দ্ধ শতেক বছরের পরে
মিলেছি আবার ভায়ের সাথে।

গাড়ী পারাপারের অব্যবস্থা

জঙ্গিপুর মিউনিসপালিটির গোগাড়ী পারাপারের ঘাটে প্রত্যহ বহু গোগাড়ী পারাপার হইয়া থাকে। উপযুক্ত নৌকার ও ইজারাদারের অব্যবস্থার ফলে গাড়োয়ানদিগকে অযথা ৬।৭ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। গাড়ীর বলদগুলিও কষ্ট পাইতেছে। এই বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ

জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে মহাশয় আসানসোল কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রাপ্ত

মাননীয় "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার কাগজে আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি ৯।১১।৫৬

ভবদীয়—শ্রীনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সাং বাড়ালা।

জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারী

মফঃস্বলের দূর দূর স্থান হইতে জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে টাকা জমা দিতে বা চেক ভাঙ্গাইতে লোকে আসেন। বেলা ১২ টার মধ্যে চালান ও চেক সমস্ত জমা দিতে হয় কিন্তু ট্রেজারীর পেমেণ্ট সুরু হয় বিকাল ৪ টার পর হইতে এবং চলে রাত্রি ৯।১০ টা পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যখন অন্য সব অফিস বন্ধ হইয়া যায় এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আর যানবাহন থাকে না। ইহা এক প্রকার নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের কোন অফিসের তরফ হইতে টাকা উঠাইতে হয়, এই অসময়ে, নিজ নিজ অফিস বন্ধের পর, ঐ সব টাকা তাঁহারা রাখেন কোথায় এবং কোন্ জিম্মায়? এ ছাড়া জঙ্গিপুর সহরে যাঁহাদের আত্মীয়স্বজন নাই সেই সমস্ত মফঃস্বলবাসী টাকা-উত্তোলনকারীগণকে আশ্রয়ের জন্য রাত্রিতে যথাতথা থাকিতে হওয়ায় তাঁহাদের টাকা লুঠ হইবার ও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। আমি দেখিয়াছি যে অতি বৃদ্ধ পেন্সনভোগীকেও পেন্সনের টাকা উঠাইবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেজারীতে ধর্না দিতে হইতেছে। আবার অনেকে টাকা সহ রাত্রিতে মাথা গুঁজিবার নির্ভরযোগ্য স্থান না পাইয়া ঐ ট্রেজারীর বারান্দায় শুইয়া থাকিলে তথাকার পুলিশ প্রহরী তাঁহাদের খেদাইয়া দিয়াছে। দৈনিক জমা-খরচের মিল করা—ট্রেজারীর নিজস্ব ব্যাপার, সাধারণের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, বরং বিকাল ৪টার পর নিরিবিলে এবং সুস্থভাবে আমলাগণ ইহা করিতে পারেন, যদি বেলা ১টা হইতে ৪টার মধ্যে সাধারণের টাকা বিলি শেষ করিয়া দেওয়া যায়। বিষয়টীর প্রতি মহকুমা শাসক বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

শ্রীনকড়ি মুখোপাধ্যায় (বাড়ালা)

র স র চ না

॥ শ্রীসু মো-দে ॥

মুখে বলে—ত্রুটিশূন্য নয় কংগ্রেস,
অসৎ লোকের ভীড়ে নরক বিশেষ।
দুহিতা জামাই ভগ্নী চাটুকারদলে,
এক এক মান্যপদে বাহাল সকলে।
মান্যবর নেতা নিজে ত্রুটিমুক্ত নয়,
নাদিরশা শাসনের দীপ্র পরিচয়।
আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শেখাও,
পালন করিয়া নিজে উপদেশ দাও।
ভাঁওতার যুগ শেষ জেনে রাখ মন,
ভারত অরত্ন দীন করে নিবেদন।

বিক্রয়

১। শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্র মির্জ্জাপুরে রেল ষ্টেশন ও হাই স্কুলের সন্নিকটে ডি, বি রাস্তার উপর দীঘির পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি সহ মনোরম পরিবেশে বাংলো প্যাটার্ণের দ্বিতল বাড়ী সুলভে বিক্রয় হইবে।

২। (১) ৩½ বিঘা বাউণ্ডারী মধ্যে ১৫ কামরা-যুক্ত মনোরম দ্বিতল বাড়ী, ফুল ও মূল্যবান ফল বাগান; (২) সম্মুখে দুইটি পুকুর (৭ বিঘা); (৩) বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে বাউণ্ডারী যুক্ত ৫০।৬০ বিঘা মূল্যবান ফল বাগান ও কৃষি বা বাসোপযোগী জমি। ডেয়ারী, পোল্‌ট্রি, ফিসারী, সেরী-কালচার ও হটী কালচারের যথেষ্ট সুবিধা আছে। গণকর ও জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ২।৩ মাইলের মধ্যে। একত্রে, আংশিক বা জমি প্লটে সুলভে বিক্রয় হইবে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।

শ্রীজগদানন্দ সরকার
পোঃ দফরপুর (মুর্শিদাবাদ)

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত